সংবাদ

সংবাদ

পত্রিকা .... তারিখ 18 MAY 2003 পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে শিক্ষক নেতাদের আলোচনা ব্যর্থ

আগামীকাল থেকে সরকারি কলেজে শুরু হচ্ছে ৩ দিনব্যাপী ক্লাস বর্জন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আগামীকাল থেকে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের তিন দিনব্যাপী ক্লাস বর্জন কর্মসূচি শুরু হচ্ছে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির আহ্বানে এ কর্মসূচি পালিত হবে।

গত ২৭শে এপ্রিল শিক্ষা ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সমাবেশে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতারা ১৯, ২০ ও ২১শে মে সারাদেশের সরকারি কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসা ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে ক্লাস বর্জনের ডাক দেন। এর আগে তারা ৪ ও ৫ই মে রাজধানীর সরকারি কলেজগুলোতে ক্লাস বর্জনের কর্মসূচি দেন। পরবর্তীকালে ৪ঠা মে শিক্ষা সচিবের সাথে সমিতির নেতাদের আলোচনার পর ৫ই মে'র কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ৭ই মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব, শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক ও সমিতির মহাসচিবের সমন্বয়ে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য একটি খসড়া কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীকালে ১১ই মে শিক্ষা উপমন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের উপস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সমিতির কর্মকর্তাদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় শিক্ষকদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণে মতানৈক্য দেখা দেয়। ফলে কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ হয়। সভায় শিক্ষক নেতারা ৩রা মে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে গঠিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জেলা এবং উপজেলা শিক্ষা কমিটি গঠনেরও প্রতিবাদ জানান। এর পরিবর্তে তারা ৯টি আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের কার্যালয়কে পরিচালকের অফিসে উন্নীত করে মাঠ প্রশাসন তদারকির দায়িত্ব দেয়ার দাবি জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯, ২০ ও ২১শে মে পূর্বঘোষিত ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালনের ব্যাপারে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় বলে সূত্র জানায়।

এ ব্যাপারে শনিবার বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির এক বিবৃতিতে বলা হয়, শিক্ষা

বর্জন : পৃঃ ২ কঃ ৪

বর্জন : ক্লাস

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ক্যাডার থেকে অন্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার না করায় এবং জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কমিটি গঠনের মাধ্যমে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসায় সরকারি কলেজ শিক্ষকরা ১৯, ২০ ও ২১শে মে দেশের সকল সরকারি কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসা ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ধর্মঘট পালন করবে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, অনার্স, মাস্টার্স কলেজ এবং ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষরা জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের চেয়ে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩রা মের প্রজ্ঞাপন ১৯৮০ সালে ২৯টি সার্ভিস ক্যাডার গঠনের মূল নীতিরও পরিপন্থী। বিবৃতিতে কলেজ শিক্ষকদের দাবির ব্যাপারে সুষ্ঠু সমাধানের জন্য শিক্ষক নেতারা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। সমিতির এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ জমিরউদ্দিন ও মহাসচিব আই.কে সেলিমউল্লাহ খোন্দকার।